সুরক্ষিত বক্তৃতা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

সুরক্ষিত বক্তৃতা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

এই দিন এবং যুগে এটি একটি সাধারণ এবং স্বীকৃত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে একজনের জিহ্বা খুলে ফেলা এবং এটিকে ভুল উপায়ে ব্যবহার করা। এই আচরণের মাধ্যমে পার্থিব জিনিস পেলেও বক্তারা এই মনোভাবের চূড়ান্ত হারান। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 7482, সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তারা তুচ্ছ মনে করে। কিন্তু এটা তাদের এই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি জাহান্নামে ডুবিয়ে দেবে। সুনানে ইবনে মাজা, 3973 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, শব্দগুলিই মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ। পবিত্র কুরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রতিটি শব্দ একজন ব্যক্তি উচ্চারণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বিচারের দিন তাদের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অধ্যায় 50 ক্বাফ, আয়াত 18:

"সে [অর্থাৎ, মানুষ] কোন কথাই উচ্চারণ করে না, তবে তার সাথে একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে [লিপিবদ্ধ করার জন্য]।"

এটি তাদের কথা বলার সমস্ত তাৎপর্য এবং তাদের জিহ্বাকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণে রাখার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। জ্ঞান ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই , এই বইটিতে জিহ্বার বিভিন্ন বিপদ এবং কীভাবে তা এড়ানো যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সুরক্ষিত বক্তৃতা

বক্তৃতার প্রকারভেদ

সব সময় মনে রাখতে হবে যে কথা বলার ধরন তিন প্রকার। প্রথম প্রকার থেকে চুপ থাকা উচিত যা সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। দ্বিতীয় প্রকারটি কেবল সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় আফসোস হবে। এই ধরনের কথাবার্তা যা উপকারীও নয়, ক্ষতিকরও নয়। শেষ প্রকার একটি উপকারী বক্তৃতা যা নিযুক্ত করা উচিত. এই কাঠামো অনুসারে কথার দুই তৃতীয়াংশ একজনের জীবন থেকে মুছে ফেলা উচিত।

আপনার ব্যবসা মনে

জিহ্বার প্রথম বিপদ হল এমন জিনিস সম্পর্কে কথা বলা যা একজন ব্যক্তির চিন্তা করে না। যে ব্যক্তি এই মনোভাব পোষণ করবে সে তার মূল্যবান সময় থেকে বঞ্চিত হবে। বেশি সময় ছাড়া সবই কেনা যায়। সময় নষ্ট করা একজন ব্যক্তির জন্য আখেরাতের জন্য একটি বড় আফসোস হবে যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। যদিও , কিছু কিছু কথা একজন ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারণ করা হয় যে তার ব্যবসায় কিছু মনে করে না তা পাপী নয়, এটা স্পষ্ট যে তারা তাদের সময়কে আরও বেশি উৎপাদনশীল উপায়ে ব্যবহার করতে হারিয়েছে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 3976 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি তার ইসলামকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে এমন জিনিস থেকে দূরে থাকে যা তার জন্য উদ্বেগজনক নয়।

এমন কিছু সম্পর্কে কথা বলার সংজ্ঞা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগ প্রকাশ করে না, যদি একজন ব্যক্তি এই ধরনের বক্তৃতা থেকে চুপ থাকা বেছে নেয় তবে সে পাপী হবে না। তাদের নীরবতার দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না ।

বাস্তবে, একজন ব্যক্তির এমন বিষয়গুলি সম্পর্কেও কথা বলা উচিত নয় যা তাদের উদ্বেগজনক, যদি না এটি একটি উপযুক্ত সময় এবং স্থানে হয়। এই পরামর্শ উপেক্ষা করা শুধুমাত্র বক্তা এবং অন্যদের জন্য সমস্যা বাড়ে.

কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আজ সমাজে পাওয়া একটি সাধারণ সমস্যা। লোকেরা প্রায়শই এই ধরণের জিনিসগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং অন্যদেরকে বাধ্য করে যারা জিনিসগুলিকে গোপন রাখতে চায় হয় মিথ্যা বলতে, প্রতারণার মাধ্যমে সরাসরি উত্তর দেওয়া এড়ায় বা তারা তাদের উপেক্ষা করে যা অভদ্রতার মধ্যে আসে। একজন মুসলিমকে আরও বিবেকবান হওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত যা তাদের উদ্বেগজনক।

যারা তাদের বক্তৃতাকে এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, তারা তাদের উদ্বেগজনক বিষয় সম্পর্কে কথা বলা থেকে বঞ্চিত হবে। এবং যারা সত্যিই তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলির উপর তাদের প্রচেষ্টা পরিচালনা করে তারা তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলির বিষয়ে কথা বলার সময় পাবে না। পরেররা সফল যারা তাদের জিহ্বাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে।

যদি কেউ সত্যিকার অর্থে তাদের সমস্ত যুক্তির প্রতিফলন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগই এমন কিছু সম্পর্কে কথা বলার কারণে ঘটেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। ভাবুন তো এই মনোভাব পরিহার করে কত যুক্তি এড়ানো যায়?

অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা

জিহ্বার দ্বিতীয় বিপদ হল অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি পাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু আগের অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এতে একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট হবে যা পরকালে তাদের জন্য বড় আফসোসের কারণ হবে। উপরন্তু, অতিরিক্ত বক্তৃতা সাধারণত গীবত করার মতো পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে যে, তাদের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে একটি চিঠি যা তারা মহান আল্লাহকে লেখে। একজন ব্যক্তির পক্ষে এই চিঠিটি অতিরিক্ত শব্দ দিয়ে পূর্ণ করা অপমানজনক হবে যা তাদের বা এই পৃথিবীতে বা পরকালে অন্যের জন্য কোন উপকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যখন অনর্থক শব্দ উচ্চারণ করে তখন মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। অনেক হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপ্রয়োজনীয় শব্দ উচ্চারণ করেননি এবং এর প্রতি অপছন্দও প্রকাশ করেছেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 211 নং হাদিসে একটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, এই বৈশিষ্ট্যটি পরিহার করা একজন মুসলমানের কর্তব্য।

তর্ক

জিহ্বার তৃতীয় বিপদ হল অন্যের সাথে তর্ক করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যদের সাথে বিতর্ক না করার জন্য মুসলমানদের সতর্ক করেছেন। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 394 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা মানুষের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ হয়। আসলে, কেউ খুব কমই তর্কের মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, সত্যকে সুন্দর, সদয় এবং শ্রদ্ধার সাথে উপস্থাপন করা এবং এটি নিয়ে কারো সাথে তর্ক করার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। এ কারণেই ইসলামের বাণী প্রচারের দায়িত্ব সঠিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণকারীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তর্ক করা এতটাই অপছন্দ যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, যে ব্যক্তি তর্ক করা ছেড়ে দেয় তার জন্য জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি ঘর। মতামত সঠিক। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 3253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন ব্যক্তি তখনই সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয় যখন তারা একটি তর্কমূলক মনোভাব গ্রহণ করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 58:

"...তারা এটি [অর্থাৎ, তুলনা] উপস্থাপন করেনি [নিছক] যুক্তি ছাড়া। কিন্তু, [প্রকৃতপক্ষে] তারা এমন একটি জাতি যা বিবাদের প্রবণতা রয়েছে।"

ক্রমাগত তর্ক করা এমনকি যদি এটি সত্যের উপরে থাকে তবে তা বিতর্কে জয়ী হওয়ার জন্য প্রমাণকে মোচড় দিতে এবং ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। এটি মন্দ কারণ এটি কেবল কর্তাকেই নয়, যারা বিতর্ক শুনছে তাদেরও বিপথগামী করে। সুনানে

ইবনে মাজাহ নং 254-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে যারা তর্ক-বিতর্ক ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অন্যকে বোকা বানানোর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের কঠোর সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তর্ক করা অপ্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেকের জন্য আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। তাদের সাথে তর্ক করার পরিবর্তে যারা মিথ্যা কথা বলে তাকে উপেক্ষা করা ভাল কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল তর্ক করা। যারা এই মানসিকতা অবলম্বন করে তারা কেবল তাদের জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে চায় যা অহংকার মন্দ বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যায়। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত যে, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

উপসংহারে, যে ব্যক্তি একটি তর্কমূলক মনোভাব অবলম্বন করে সে কখনই মনের শান্তি পাবে না কারণ তারা তাদের মতামতকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ক্রমাগত ক্ষেপে যাবে। যদি একজন ব্যক্তি শান্তি চায় তবে তাকে তর্ক করা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বাজে ভাষা

জিহ্বার পরবর্তী বিপদ হল অশ্লীল ভাষা। এই অভ্যাস নিঃসন্দেহে পাপ। যে ব্যক্তি অশ্লীল এবং খারাপ মুখের কথা বলে সে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। এটি জামি আত তিরমিযী, 2002 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে, সে তাঁর রহমত থেকে অনেক দূরে এবং উভয় জগতে শাস্তির জন্য অধিকতর সংবেদনশীল।

অশ্লীল ভাষা হল বক্তৃতা যা শালীনতা এবং ভাল আচরণের পরিপন্থী। এর মধ্যে রয়েছে শপথ করা এবং নির্লজ্জ ভাষা ব্যবহার করা। যেখানেই সম্ভব নির্লজ্জ ভাষা ব্যবহার না করে পরোক্ষভাবে কিছু উল্লেখ করা উচিত।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1977 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্ট করেছেন যে, একজন প্রকৃত মুমিন বাজে কথা উচ্চারণ করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এটিকে তাদের অভ্যাস করে তোলে তার উচিত তাদের ঈমানের পর্যালোচনা করা এবং এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে আন্তরিকভাবে তওবা করা। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2027 নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা অশ্লীল ভাষা ব্যবহারকে ভন্ডামীর একটি শাখা হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

নির্লজ্জ ব্যক্তির উত্তর দেওয়া বোকামি এবং শুধুমাত্র পাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি একটি বড় পাপ করে যখন তারা তাদের নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়। সহীহ মুসলিম, 5973 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি ঘটে যখন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি দেয় এবং পরবর্তীটি তার পিতামাতাকে গালি দেয়।

একজন মুসলিমের উচিত শুধুমাত্র বুদ্ধিমান শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে তাদের জিহ্বাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করা, অন্যথায় তারা এমন অশ্লীল কথা বলতে পারে যা তাদের এই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি জাহান্নামে তলিয়ে যেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 7481 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিশাপ

জিভের পরবর্তী বিপদ

অভিশাপ হল যখন কেউ মহান আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য প্রার্থনা করে, যাকে অন্য কিছু থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কে অভিশপ্ত এবং তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য তা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। তাই এই বোকা অভ্যাস পরিহার করা উচিত। যে ব্যক্তি এর যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়া একটি জঘন্য কাজ এবং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমত কামনা করে, অন্য কারো কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে স্পষ্ট করেছেন যে, একজন প্রকৃত মুমিন অভিশাপ দেয় না। যে সকল মুসলমানদের অভিশাপ দেওয়ার অভ্যাস আছে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা এতটাই অপছন্দ করেন যে, বিচারের দিন তারা সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে বঞ্চিত হবে। মহান আল্লাহ শেষ দিবসে বাকি সৃষ্টির কাছে তাদের প্রদর্শন করা অপছন্দ করবেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6610 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

অবশেষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6652, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়ার তীব্রতা তুলে ধরে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, একজন মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাদের হত্যার শামিল।

এমনকি যদি কেউ অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য হয় তবে তা পরিহার করা এবং তার পরিবর্তে এমন শব্দ উচ্চারণ করা নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের কাজ যা মহান আল্লাহকে খুশি করবে, যেমন তাঁর স্মরণ।

কৌতুক

জিভের পরের বিপদ ঠাট্টা। জামে আত তিরমিযী, 2315 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে তিনবার অভিশাপ দিয়েছেন।

সত্যের উপর লেগে থাকা অবস্থায় রসিকতা করা পাপ নয় তবে ধারাবাহিকভাবে করা কঠিন। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঠাট্টা করে সে শেষ পর্যন্ত ছিটকে যাবে এবং পাপপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করবে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা বা অন্যকে উপহাস করা। অতএব, অতিরিক্ত রসিকতা করা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ যা জামি আত তিরমিযী, 1995 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত রসিকতা করে এমনকি যদি তারা সর্বদা সত্য কথা বলতে পারে এবং কাউকে অসন্তুষ্ট না করে তবে সে আধ্যাত্মিক ব্যক্তির মুখোমুখি হবে। যে রোগ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজা, 4193 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়। এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে যে অত্যধিক রসিকতা করে এবং হাসে কারণ এই মানসিকতা দাবি করে যে তারা সর্বদা মজার বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এবং আলোচনা করে এবং গুরুতর সমস্যাগুলি

এড়িয়ে চলে। মৃত্যু এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং যদি কেউ সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা এড়িয়ে যায় তবে সে কখনই তাদের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। এই প্রস্তুতির অভাব তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি গুরুত্বের সাথে পরকালের বিষয়ে চিন্তা করবে তত কম তারা হাসবে এবং তামাশা করবে। এটি সহীহ বুখারী, 6486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেক সময় ঠাট্টা করার কারণেও অন্যরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। এটি অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যেমন, যখন তারা ভাল আদেশ দেয় এবং মন্দ নিষেধ করে তখন গুরুত্ব সহকারে না নেওয়া হয় যদিও তা তাদের নিজের সন্তানদের জন্য হয়।

অত্যধিক রসিকতা প্রায়শই মানুষের মধ্যে শত্রুতার দিকে নিয়ে যায় কারণ কেউ সহজেই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে। এর ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায়। এমনকি রসিকতার কারণে অনেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আহতও হয়েছেন।

উপরন্তু, ঠাট্টা করার সময় উচ্চস্বরে বা পুরো মুখে হাসি এড়ানো উচিত কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, ৬০৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাসি ছিল একটি হাসি।

একজন মুসলিমের উচিত যে কোনো মূল্যে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা, এমনকি তামাশা করার সময়ও তারা জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর পেতে পারে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের মোটেই রসিকতা করা উচিত নয়। অন্যান্য পাপ যেমন মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলার সময় সময়ে সময়ে রসিকতা করা গ্রহণযোগ্য, যেমনটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে রসিকতা করেছেন। জামি আত তিরমিযী, 1990 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত রসিকতা যা কোন পাপের সাথে সম্পর্কিত হলে এটি অপছন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যা করা পাপ। যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সংযুক্ত কোন পাপ না করে কদাচিৎ কৌতুক করেন তাহলে মুসলমানদেরও তা করা উচিত এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মানুষের সাথে প্রফুল্ল হওয়ার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাসি, এবং অতিরিক্ত রসিকতা। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 301 নম্বর হাদিস অনুসারে প্রফুল্ল হওয়া মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত। এমনকি অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য হাসি দেওয়াও জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দাতব্য কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। , সংখ্যা 1970। তাই একজনের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে অতিরিক্ত রসিকতা এড়িয়ে যাওয়ার মানে হল যে মানুষ সবসময় দুঃখী এবং বিষণ্ণ মেজাজে থাকা উচিত।

অন্যদের উপহাস

জিভের পরবর্তী বিপদ অন্যদের উপহাস করা।

অন্যদের উপহাস করা হয় যখন একজন উপহাস করে এবং অন্যের ত্রুটিগুলি হাইলাইট করে যাতে অন্যদের হাসতে এবং তাদের দিকে তাকাতে হয়। এটি কাজ বা শব্দের মাধ্যমে করা যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি একটি পাপ কারণ এতে অন্যদের অবমাননা করা এবং অপমান করা জড়িত। যাকে উপহাস করা হচ্ছে তার অনুভূতি যদি নেতিবাচকভাবে পরিবর্তিত না হয় এবং পাপপূর্ণ শব্দ ব্যবহার না করা হয় তবে এটি পাপ নয়। বিশেষ করে এই দিন এবং বয়সে এটি অত্যন্ত বিরল। ঠাট্টা করা মহান আল্লাহ হারাম করেছেন। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 11:

" হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য কোনো মানুষকে উপহাস না করে; সম্ভবত তারা তাদের চেয়ে ভাল হতে পারে; নারীরা যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে; সম্ভবত তারা তাদের চেয়ে ভাল হতে পারে। এবং একে অপরকে অপমান করবেন না এবং একে অপরকে [আপত্তিকর] ডাকনামে ডাকবেন না..."

জামে আত তিরমিযী, 2505 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য কোন পাপের জন্য অন্যকে উপহাস করে, সে একই পাপ না করা পর্যন্ত তাওবা করবে না। মুসলমানদের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বেশিরভাগ

ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে এবং এটি সর্বদা ভেঙে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

জিভের পরবর্তী বিপদ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি করা। যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় তার তা ভঙ্গ করার ইচ্ছা থাকে যা একটি পাপ কারণ এটি সহীহ বুখারী, 2749 নম্বর হাদিস অনুসারে ভণ্ডামির একটি শাখা। যারা এমন আচরণ করে, তারা নামায, রোজা এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করলেও ভন্ডামীর একটি দিক গ্রহণ করেছে। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সকল প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 1:

" হে ঈমানদারগণ, [সমস্ত] চুক্তি পূর্ণ কর..."

যে ব্যক্তি তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু কোনো বৈধ কারণে তা থেকে বিরত থাকে তার কোনো পাপ নেই। মুসলমানদের উচিত ভন্ডামির এই

দিকটি গ্রহণ না করার জন্য চেষ্টা করা, অন্যথায় তাদের বিচারের ন্যায় বিচার করা হতে পারে।

একজন মুসলিমের কখনই এমন কাজ করা উচিত নয় যা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, যদিও তা তাদের ইচ্ছা বা শপথের বিপরীত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান অত্যন্ত একগুঁয়ে হয় যখন তাদের কথা পালন করার ক্ষেত্রেও তা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, তারা তুচ্ছ কারণে অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে এবং তাদের করা একটি নির্বোধ শপথের কারণে পরিবর্তন করতে অস্বীকার করতে পারে। এটি শুধুমাত্র শত্রুতা এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়।

সুনানে আন নাসাই, 3876 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, মুসলমানদেরকে সতর্ক করে যে তারা তাদের শপথগুলি এমনভাবে পূরণ করবে না যা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, কারণ এই শপথ শুধুমাত্র শয়তানের জন্য। একজন মুসলিমের কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল হঠকারিতা এবং ইসলামে এর কোন অংশ নেই। একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। এটিই প্রকৃত দৃঢ়তা এবং মহান আল্লাহর রহমতের দিকে পরিচালিত করে।

নিচের আয়াতটি তাদের বক্তৃতায় শপথ করার ইচ্ছা পোষণ করে না। উপরন্তু, এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে ইসলামের ভিত্তির কথা মনে করিয়ে দেয়, অর্থাৎ

একজনের উদ্দেশ্য। এটিই প্রতিটি কাজের বিচার করা হয় এবং এটি বিচারের দিনে জাহান্নাম বা জান্নাতে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 225:

"আল্লাহ আপনার অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আপনাকে দোষারোপ করেন না, তবে তিনি আপনার অন্তর যা অর্জন করেছেন তার জন্য আপনাকে দোষারোপ করেন..."

কিন্তু কোনটাই কম নয়, একজন মুসলিমের এই অভ্যাস করা উচিত নয় কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয় কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করে।

মিথ্যা কথা

জিহ্বার পরবর্তী বিপদ সম্ভবত জিহ্বা দিয়ে সংঘটিত সবচেয়ে সাধারণ পাপ, যথা, মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা যা প্রায়ই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয় বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই ধরনের মিথ্যা সব হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায় যেমন গীবত করা এবং লোকদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমানই ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে তবুও যখন কেউ মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিথ্যা কথা বলা যা সমাজে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এমন একটি গুরুতর পাপ যে, সহীহ বুখারীর 7047 নম্বর হাদিস অনুসারে, যদি কেউ এটি করে এবং অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে তার মৃত্যুর পরে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে একটি লোহা। তাদের মুখে হুক বসানো হবে এবং তাদের মুখের চামড়া ছিঁড়ে ফেলা হবে। তাদের মুখ অবিলম্বে পুনর্জন্ম হবে এবং প্রক্রিয়া তারপর পুনরাবৃত্তি করা হবে. কেয়ামত পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে।

উপসংহারে বলা যায়, সকল মুসলমানের উচিত সকল প্রকার মিথ্যা কথা এড়ানো, তারা কার সাথে কথা বলুক না কেন।

গীবত এবং অপবাদ

জিহ্বার পরবর্তী বিপদগুলি হল পাপ যা এই দিন এবং যুগে সমাজে প্রায়শই ঘটে থাকে, যেমন গীবত এবং অপবাদ। সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত করা হল যখন কেউ তাদের পিঠের পিছনে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে যদিও এটি সত্য। যদিও, অপবাদ গীবত করার মতই, তবে উক্তিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি প্রধানত বক্তৃতা জড়িত কিন্তু অন্যান্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের সংকেত ব্যবহার করা। গীবত একটি বড় পাপ এবং পবিত্র কুরআনে মৃত লাশের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"... এবং একে অপরকে গুপ্তচরবৃত্তি বা গীবত করবেন না। তোমাদের কেউ কি মৃত অবস্থায় তার ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি এটা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পাপটি একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার অধিকাংশ গুনাহের চেয়েও নিকৃষ্ট। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার গুনাহসমূহ, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন গীবতকারীকে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার তাদের প্রথমে ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে বিচারের দিন গীবতকারীর নেক আমল তাদের শিকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিকারের পাপ

তাদের গীবতকারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 6579 নম্বর হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র গীবত করা বৈধ হয় যখন একজন অন্য ব্যক্তিকে বেআইনি ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করে এবং রক্ষা করে বা যদি একজন ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের সমাধান করে, যেমন একটি আইনি মামলা।

এসব বড় পাপের কুফল সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র এমন শব্দগুলি উচ্চারণ করা উচিত যা তারা আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে সম্পূর্ণরূপে জেনে যে তারা এটিকে আক্রমণাত্মক উপায়ে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলমানের কেবল তখনই অন্যের সম্বন্ধে শব্দ উচ্চারণ করা উচিৎ যদি সে অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে ঐ বা অনুরূপ কথা বললে কিছু মনে না করে। অর্থ, তারা অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিকভাবে করা হলে তা অন্যের গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকবে।

টেল বিয়ারিং

জিহ্বার পরবর্তী বিপদ হল বিদ্বেষপূর্ণ গসিপ ছড়ানো অর্থ, টেল বেয়ারিং। সহীহ মুসলিমের 290 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটি সেই ব্যক্তি যিনি গসিপ ছড়ান তা সত্য হোক বা না হোক এবং এটি মানুষের মধ্যে সমস্যা, ভেঙ্গে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এমন আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানব শয়তান কারণ এই মানসিকতা শয়তান ছাড়া অন্য কারও নয়। তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"ধিক্ প্রত্যেক গীবতকারী, নিন্দুকের জন্য"

এই অভিশাপ যদি তাদের ঘিরে ফেলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের আশীর্বাদ দান করবেন এমন আশা করা যায় কিভাবে? যখন একজন অন্যকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে তখনই কেবল সেই সময়ের গল্প বহন করা গ্রহণযোগ্য ।

একজন মুসলমানের জন্য এটি একটি কর্তব্য যে একজন গল্প বহনকারীর প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করে দেখ, পাছে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নাও..."

একজন মুসলিমের উচিত গল্প বাহককে এই মন্দ বৈশিষ্ট্যটি চালিয়ে যেতে নিষেধ করা এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানানো। পবিত্র কোরআনে যেমন বলা হয়েছে, একজন মুসলমানের উচিত হবে না এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো খারাপ ইচ্ছা পোষণ করা যে তাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

এই একই আয়াত মুসলমানদের শেখায় যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পের বাহককে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

পরিবর্তে গল্প বহনকারী উপেক্ষা করা উচিত. একজন মুসলমানের উচিত নয় যে গল্প বাহক তাদের দেওয়া তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করবেন বা গল্প বাহককে উল্লেখ করবেন না কারণ এটি তাদেরও গল্প বাহক করে তুলবে।

মুসলমানদের গল্প বহন করা এবং গল্প বহনকারীদের সঙ্গ এড়ানো উচিত কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনই আস্থা বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না।

দ্বিমুখী

জিভের পরবর্তী বিপদ হচ্ছে দ্বিমুখী। এটি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি তার আচরণ পরিবর্তন করে তার উপর নির্ভর করে যে তারা তাদের খুশি করার জন্য কার সাথে মিথস্ক্রিয়া করছে যাতে তারা পার্থিব জিনিস যেমন সম্মান এবং খ্যাতি লাভ করে। সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বিমুখী মানসিকতা অবলম্বন করবে তার বিচারের দিন আগুনের দুটি জিহবা থাকবে। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের কথা ও কাজে সৎ ও ধারাবাহিক থাকা এবং তাদের সকল কাজে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে তাকে আল্লাহ তায়ালা যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যা ধারাবাহিকভাবে সৎ থাকার ফলে হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুনাফিকদের পথ অবলম্বন করে সে মহান আল্লাহর রহমত ও সুরক্ষা থেকে হারিয়ে যাবে, ফলে তারা গোমরাহীতে অন্ধভাবে বিচরণ করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করবেন যে, শীঘ্রই বা পরে, তাদের মন্দ অভিপ্রায় সেই লোকদের কাছে প্রকাশ করা হবে যাদেরকে তারা খুশি করার লক্ষ্য রাখে যাতে তারা পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করতে হারায় এবং তাদের সমাজের দ্বারা ঘৃণা হয়। এই পার্থিব শাস্তি আখেরাতে তাদের জন্য সংরক্ষিত শাস্তির তুলনায় সামান্য, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

বেশি প্রশংসা করা

জিহ্বার চূড়ান্ত বিপদ হল মানুষের প্রশংসা করা। সহীহ বুখারী, 2662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যের প্রশংসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এটি একটি অপছন্দনীয় কাজ কারণ এটি প্রথমত পাপ হতে পারে যদি প্রশংসা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়। বিশেষ করে লোকেদের প্রশংসা করা সত্য হলেও, অজ্ঞরা তাদের গর্বিত হতে পারে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য কারণ একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রশংসা এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করেছে, এবং তাই এটিতে উন্নতি করার প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলিমকে অন্যের প্রশংসা করে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ তারা তাদের কাজ এবং ভিতরের লুকানো চরিত্র অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের কাছ থেকে তাদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা করলে তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। উপরন্তু, তাদের মনে রাখা উচিত যে তারা যে প্রশংসিত গুণের অধিকারী, তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন, তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া, তাদের কাছে থাকা আশীর্বাদগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে।

বরং তাদের উচিত অন্যদেরকে এই হাদিস সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের প্রশংসা না করার জন্য সতর্ক করা।

শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা গ্রহণযোগ্য এবং তাদের প্রশংসা করা উচিত নয়, সত্যের সাথে লেগে থাকা এবং এটি করা উচিত যাতে তাদের আরও ভাল কাজ করতে উত্সাহিত করা যায়। এটি বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন তাদের স্কুলের কাজের সম্মানে তাদের প্রশংসা করা, ভাল আচরণ করা এবং ইসলামের দায়িত্ব পালন করা।

উপসংহার

এটা পরিষ্কার করা হয়েছে যে জিহ্বার অসংখ্য বিপদ রয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য তারা যা বলে তা সম্পর্কে অবিরত সচেতন হওয়া অত্যাবশ্যক কারণ বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে পতিত হতে শুধুমাত্র একটি শব্দ লাগে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি কথা বলার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই এগিয়ে যায় যখন শব্দগুলি পাপ বা নিরর্থক হবে না। এটি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষণ। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন, একজন মুসলিমের জন্য জিহ্বার সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচার উপায়, হয় ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা। জিহ্বার বিপদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এই শিক্ষাকে কার্যকর করবে। কিন্তু কোনো মুসলমান যদি অজ্ঞ থেকে যায়, তাহলে তারা তাদের কথার মাধ্যমে অনেক গুনাহ করে ফেলে। এ কারণেই জ্ঞান অর্জনকে সকল মুসলমানের জন্য ফরজ করা হয়েছে যা সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe